ফুল হয়ে ফোটো

মূল
শাইখ আহমাদ মুসা মুসা জিবরীল
মোহাম্মাদ হোবলস

ভাষান্তর
মুহসিন আব্দুল্লাহ
কায়সার আহমাদ
সামী মিয়াদাদ চৌধুরী

সম্পাদনা
কায়সার আহমাদ

শারঈ সম্পাদনা
সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

প্রকাশনায়
পথিক প্রকাশন
[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

ফুল হয়ে ফোটো

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরীল
মোহাম্মাদ হোবলস

প্রকাশক : মো. ইসমাইল হোসেন

প্রকাশনায়
পথিক প্রকাশন
১১ ইসলামি টাওয়ার, ৩য় তলা, দোকান নং- ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৬৭৮-৪১১৫৪৪, ০১৯৭৩-১৭৫৭১৭
www.facebook/pothikprokashon
Email: pothikshop@gmail.com

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com
wafilife.com
boibazar.com
pothikshop.com
sijdah.com
al furqanshop.com
ruhamashop.com

মুদ্রিত মূল্য : ৪০০ টাকা

অর্পণ

হে রাসুলে আরবী!

হৃদয় যখন ভেঙে পড়ে, তখন আমি নিস্তেজ হয়ে পড়ি।
দুর্বল হয়ে যাই। আবার যখন আপনার কথা মনে
পড়ে যায়, তখন আমি শক্তি ফিরে পাই। যুবক হয়ে যাই।

ফুল হয়ে ফোটো : ৪

সূচিপত্র

পূর্বকথা ---------- ৭
১. যেভাবে আমি দ্বীনে ফিরি ---------- ৯
২. একুশ শতকের ইয়াতিম ---------- ১৩
৩. আপনি কি সত্যিই আহলে বাইতকে ভালবাসেন? ---------- ১৭
৪. হতাশা এবং সোশ্যাল মিডিয়া ---------- ২২
৫. ইংরেজি নববর্ষ উদযাপন ও মুসলিম সমাজ ---------- ২৫
৬. ডিভোর্সের মহামারি ---------- ২৭
৭. মায়ের সাথে আমার শেষ কথা ---------- ২৯
৮. পাপের সাগর পেরিয়ে... ---------- ৩২
৯. ফজরের সময় যা হয়! ---------- ৩৫
১০. দ্বীনের জন্য সমালোচনা ---------- ৩৬
১১. আমাদের মুসলিম পরিচয় সংকট ---------- ৩৮
১২. আপনার পাপ সমগ্র উম্মাহকে আক্রান্ত করে ---------- ৪৪
১৩. মানসিক অসুস্থতা ---------- ৫১
১৪. প্রতারণার অনুদান এবং মুসলিম সমাজ ---------- ৫৩
১৫. জীবনে যা হবার তা হবেই ---------- ৫৬
১৬. ঔদ্ধত্য ---------- ৫৭
১৭. আল্লাহ ক্যান্সার দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন ---------- ৬০
১৮. আমাকে আল্লাহর প্রয়োজন নেই, কিন্তু আল্লাহকে আমার প্রয়োজন --- ৬৪
১৯. ধনী পুরুষকে বিয়ে করতে চাই ---------- ৬৭
২০. কথপোকথন : ইসলামে বিয়ে ও বিয়ের অনুষ্ঠান ---------- ৭০
২১. 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র শক্তি ---------- ৭৬
২২. আমাদের মসজিদগুলোতে যা হয় ---------- ৮০
২৩. দ্বীন প্রায় বেচে দিচ্ছিলাম! ---------- ৮১
২৪. মোহাম্মাদ নাজি-র মৃত্যু ও অন্যান্য ---------- ৮৩
২৫. উম্মাহ জাগবে যখন... ---------- ৮৮
২৬. উম্মাহর অবস্থা ---------- ৯৫
২৭. প্রিয়জনদের সাথে যা করবেন না ---------- ৯৯
২৮. বছরের সেরা ১০ দিন ---------- ১০০
২৯. আল্লাহর পক্ষ হতে সেরা উপহার ---------- ১০২
৩০. রামাদানে মুছে ফেলুন যতসব পাপ ---------- ১০৪

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরীল

কুফফারদের উৎসব উৎযাপন ---------- ১০৯
আমাদের বোনদের মুক্ত করুন! ---------- ১৩৫
ইরানে বন্দী আমার মাজলুম ভাইগণ ---------- ১৬৩
অন্যের নিকট দু'আ কামনা করা ইসলামে অনুমোদিত? ---------- ১৭২
আসুন প্রতিযোগিতা করি! ---------- ১৮০
কারাগারের স্মৃতি ---------- ১৮৭
মরুসিংহ (উমর মুখতার) ---------- ১৯৭
মুহাম্মাদ বিন আবদিল ওয়াহাব-এর পৌত্রের ঈমানদীপ্ত বৃত্তান্ত ---------- ২০৩
কোনো আত্মসমর্পণ নয় ---------- ২১০
ওহে ইসলাম! ---------- ২১৬
১০টি বিষয়—যা ইসলামকে ধ্বংস করে দেয় ---------- ২১৮
কারাগারের ভাইদের সাথে বোনদের যোগাযোগ ---------- ২২২
বিশ্বনবির বিরুদ্ধে অপবাদ ---------- ২২৫
আমি কি আমার দাড়ি ছেঁটে ফেলবো? ---------- ২৩৬

পূর্বকথা

সকল প্রশংসা মহান প্রতিপালকের, যিনি এ কায়েনাতকে অসংখ্য নিয়ামত দিয়ে সুসজ্জিত করেছেন এবং এ মনোরম পৃথিবীতে মানুষের বিচরন ও সুন্দরভাবে বসবাস করার জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করেছেন। অজস্র দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সৃষ্টিকুলের শিরোমণি আল্লাহর বান্দা এবং রাসুল মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর।

মুসলিম উম্মাহর এখন উত্থানের সময়। পথহারা এবং দুনিয়া ও বস্তুবাদে ডুবে থাকা অসংখ্য মুসলিম মহান রবের দিকে প্রত্যাবর্তন করছে। দুনিয়ার পিছনে ছুটতে গিয়ে যখন আত্মিক পিপাসার উপলব্ধি মানুষের মনে জাগ্রত হচ্ছে তখন তা নিবারণের জন্য ইসলামের সুশীতল ইলম এবং জীবন পন্থার দিকে মানুষ ফিরে আসছে। মন ভরে আত্মিক পানি পান করছে। এক্ষেত্রে তাদেরকে সাহায্য করছেন উম্মাহ দরদী কিছু দাঈগণ। যুগের চাহিদার আলোকে তারা উম্মাহর পথভোলা মানুষকে ইসলাহ এবং তরবিয়ত করতে এগিয়ে এসেছেন। তারা যেমন ইমান আকিদা সহিহকরণের ক্ষেত্রে জোর দিচ্ছেন ঠিক একই সময়ে বস্তুবাদের অসারতা সুন্দরভাবে মানুষের মাঝে তুলে ধরছেন, আবার উম্মাহর প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বিষয়েও তারা সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। বর্তমান উম্মাহর গৌরব এমন দু'জন দাঈদের নসিহত নিয়েই এই গ্রন্থের আয়োজন।

এ গ্রন্থটি সাজানো হয়েছে বর্তমান মুসলিম উম্মাহর দু'জন পথিকৃৎ, ইসলামের দাঈ শাইখ আহমাদ মুসা জিবরীল এবং উস্তাদ মোহাম্মাদ হোবলস হাফিযাহুমুল্লাহ-এর লেকচার ও প্রবন্ধ দিয়ে। তাদের পরিচয় নতুন করে দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

আমরা এই গ্রন্থমালা ছোট ছোট অনেকগুলো মুক্তো দিয়ে গেঁথেছি। প্রতিটি লেখা আপনাকে আপনার জীবন সম্পর্কে, দৈনন্দিন কর্ম সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করবে, নতুন নতুন দিক উন্মোচিত করবে আপনার দৃষ্টিপটে। এখানে পাতায় পাতায় গেঁথে রাখা জেমসগুলো আপনার জীবনকে সাজাতে অনুপ্রেরিত করবে। নতুন উৎসাহ, উদ্দীপন ও প্রেরণা নিয়ে ইসলামের পথ চলা সহজ করবে। ইংশা আল্লাহ।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু গুরুত্বপূর্ণ লেকচার এবং প্রবন্ধ একত্র করে একই মলাটে এনে আপনাদের সামনে পেশ করার জন্যই আমাদের এই প্রয়াস। তিনজন অনুবাদক বইটি অনুবাদ করেছেন। মুহসিন আবদুল্লাহ, সামী মিয়াদাদ চৌধুরী, এবং আমি। তরুণ অনুবাদক আব্দুল্লাহ (আল্লাহ তাকে উচ্চ মাকাম দান করুক) ভাইয়ের প্রতিও বিশেষ

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। অনুবাদ যথাসাধ্য সহজ, প্রাঞ্জল এবং পাঠ উপযোগী করার চেষ্টা করেছি। আশা করি পাঠকের জন্য এটি হবে সুখপাঠ্য।

বইটির সম্পাদনার ক্ষেত্রে কিছুটা স্বাধীনতা নিয়েছি। পাঠকের সুবিধার জন্য জটিল এবং দুর্বোধ বাক্যকে সরল বাক্যে নিয়ে এসেছি। লেখক যে সকল সূত্র থেকে তথ্য গ্রহণ করেছেন আমি তা পুনরায় যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনে কিছু তথ্য সংযোজন করেছি। লেকচারে সাধারণত হাদিসের রেফারেন্স উল্লেখ করা হয় না। আমরা হাদিসের আরবি পাঠ, সূত্র এবং মান উল্লেখ করে দিয়েছি। সর্বোপরি মানুষ হিসেবে আমাদের ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কোন ধরণের ভুল নজরে আসলে আমাদের জানানোর অনুরোধ রইল।

বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন তরুণ প্রকাশক মো. ইসমাইল হোসেন। এছাড়া অনেকে বইটি প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ তায়ালা তাদের জাযায়ে খাইর দান করুন, এবং লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক, সম্পাদকসহ সকলের প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমিন।

কায়সার আহমাদ
১৫ জুমাদাল আওয়াল, ১৪৪১ হিজরি
১১ জানুয়ারি, ২০২০, সময়- ভোর ৪:৪০।

১. যেভাবে আমি দ্বীনে ফিরি...

আমার মুসলিম পরিবারে জন্ম আলহামদুলিল্লাহ! মুসলিম পরিবেশেই বেড়ে ওঠা। কিন্তু শুধু নামেই মুসলিম ছিলাম আমরা। আমার বাবা-মা ইসলাম সম্পর্কে কিছুটা হলেও জানত এবং মানারও চেষ্টা করত, কিন্তু আমি ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক কিছু বিষয় ছাড়া তেমন কিছু জানতাম না। যেমন মদ হারাম, সুদ হারাম, শুকরের মাংস খাওয়া হারাম, মুসলমানরা দৈনিক ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, বছরে একমাস রোজা রাখে... এরকম প্রাথমিক কিছু বিষয় আমার জানা ছিল। আমরা এমন এক পরিবেশে বেড়ে উঠি, যেখানে প্রচুর হারাম কাজ ঘটতো, শুধু ঘটতই না বরং বলা যায় হারামকে উৎসাহিত করা হতো। আপনারা জানেন বর্তমান সাউথ আফ্রিকার মুসলিম কমিউনিটি বেশ সক্রিয়। সেখানে একজন মুসলিম ছেলে-মেয়ে চাইলেই অন্যদের মত প্রকাশ্যে বিপরীত লিঙ্গের বন্ধু-বান্ধবী নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে পারে না। হারাম কাজে জড়াতে পারে না। কিন্তু আমাদের সময়ে অবস্থা এরকম ছিল না। এরপর আমরা সিডনিতে চলে আসি, আলহামদুলিল্লাহ! কিন্তু সাউথ আফ্রিকায় তখন হারামকে হারাম মনে করা হত না, লজ্জাজনক ব্যাপার বলে মনে করা হত না। এভাবেই বিরূপ পরিবেশে আমরা বেড়ে উঠি। এক কথা বলা যায়, হারাম পরিবেশে...।

তবে আমি দ্বীনকে তখনো ভালবাসতাম। ইসলামকে শ্রদ্ধা করতাম। কিন্তু দ্বীন আমার জীবনে ছিল না।

একজন সাউথ আফ্রিকান মুসলিমের কাছেই আমি দ্বীন বুঝেছি এবং দ্বীনে এসেছি। আলহামদুলিল্লাহ!

তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন শাইখ আহমাদ দীদাত রহিমাহুল্লাহ! আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করুন। সত্যিই তিনি একজন বড় মাপের মানুষ ছিলেন।

আমি যখন প্রথম তার লেকচার দেখি, অভিভূত হয়ে যাই। কি চমৎকার আইডিয়া! বিশাল স্টেজে দাঁড়িয়ে ইসলাম সম্পর্কে কি দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সাথে শ্রোতাদের সামনে একজন মুসলিম আলোচনা করছেন! আমি তার ভক্ত বনে যাই। সত্যিই অনেক কঠিন ভক্ত হয়ে যাই তার!

সুবহানাল্লাহ, এরপর আল্লাহ আমাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমি এভাবেই দ্বীনে ফিরে আসি। (শ্রোতাদের সবাই সমস্বরে আলহামদুলিল্লাহ!)

সঞ্চালক : আমরা আশা করি ইনশা আল্লাহ! অনেক যুবক আপনার এই দ্বীনে ফেরার গল্প জানতে পারবে এবং দ্বীনে ফিরতে অনুপ্রেরণা পাবে। এরপর আপনার জীবনে

পরিবর্তন ঘটে, সুবহানাল্লাহ! দ্বীন সম্পর্কে আরো গভীরভাবে জানতে আপনি মনোযোগী হন। কিন্তু আপনার ফেলে আসা জীবনের বন্ধুবান্ধবী, বিভিন্ন আকর্ষণীয় বিষয়, চাকচিক্যময় স্থানের জন্য কেমন বোধ করেন?

হোবলস : কোনো অনুতাপ নেই! আল্লাহর কসম! কোন অনুতাপ, অনুযোগ নেই! আসলে অতীতে আমার তেমন পাপপঙ্কিলতার ঘটনা নেই, তেমন কোনো আবেগিক ঘটনাও নেই, যে কারণে আমাকে খুব বেশি আপ্লুত হতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ! কিন্তু সবকিছু তো আর শেষ হয়ে যায় না (অর্থাৎ দ্বীনে আসার পরও জাহেলি সময়ের বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ হতো), যেটা ঘটেছে সেটা হল আমার জাহেলি সময়ের সংস্রব দ্বীনে আসার পর কাজে লেগেছে। আমার দাওয়াহর কাজে ভাল হয়েছে। তার মানে এই নয় যে—আমি বলছি, যুবকরা দ্বীনের পাশাপাশি জাহেলি কর্মকান্ড করেই যাবেন। বরং জাহেলি বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতিকে দ্বীনের কাজে ব্যবহার করবেন।

সঞ্চালক : আমরা আশা করি সিডনির অসংখ্য যুবক আপনার লেকচারে উদ্বুদ্ধ হয়ে দ্বীনি জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হবেন। ইনশাআল্লাহ! এখন আমি জানতে চাই যুবকদের আকৃষ্ট করতে হলে আমাদের কী করা উচিত? কিভাবে আমরা দ্বীনকে তাদের সামনে উপস্থাপন করবো?

হোবলস : কতটা সত্য বলব? (তিক্ত সত্য হলেও সেটা বলব কিনা?)

সঞ্চালক : যতটা সত্য আপনার হৃদয়ে আছে এবং যেগুলো বলা প্রয়োজন (যেভাবে আপনার মনে চায়) বলুন।

হোবলস : ঠিক আছে, বলছি। সত্যি করে যদি বলি, আমি অনেক বৈপরীত্য দেখতে পাচ্ছি। আমরা দেখাই একভাবে কিন্তু বাস্তবে হয় ভিন্ন। আমরা শুধু বলি যে তরুণদের জন্য (দ্বীনি কাজ) করতে হবে, তরুণদের জন্য (দ্বীনি কাজ) করতে হবে। এমনকি অনেক বড় বড় সংগঠন, ব্যাপক মিডিয়া হাইলাইটস, কিন্তু সেখানেও একই সমস্যা। আমরা যুবকদের নিয়ে আয়োজন করি, সেখানে তারা আসে, তাদের প্রশ্নের উত্তর দেই, কিন্তু তাদের জন্য কোনো পদক্ষেপ নেই না। তাদেরকে কোনো কাজ বা পদ দেই না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "নুসিরতু বিশ-শাবাব" আমি যুবকদের থেকেই সাহায্য পেয়েছি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যুবকদের খুব ভালবাসতেন। যুবকদের রয়েছে সুন্দর মন, শক্তি, সামর্থ, উদ্যম। আমাদের বয়োজোষ্ঠ্য, আমাদের মুরুব্বি, আমাদের আলেমদেরকে তাদের নিয়ে ভাবতে হবে, আরো দূরদর্শিতার সাথে তাদেরকে কাজে লাগাতে হবে। এমনিতেই আমাদের কাঁচামাল (যুবশক্তি) কম, তাই আমাদের আরা আন্তরিক হতে হবে। বিশেষ করে যুবকরা যখন জাহিলিয়াত ছেড়ে নতুন দ্বীনে আসে, তখন তারা অনেক বেশি উদ্যমী

থাকে। জ্ঞানার্জনে ক্ষুধার্ত থাকে। তারা তখন বেশি করে জানতে চায়, আমল করতে চায়। তখনই কমপ্লিট দ্বীন চায়। এটা খারাপ না ভালো, আমি সে ব্যাপারে বলব না। কিন্তু আমাদের উচিত তাদেরকে আরো উৎসাহ দেওয়া। আমরা দেখি—আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো, আমাদের সংগঠনগুলো সেই পঞ্চাশ বছর আগেকার ধ্যানধারনা নিয়ে তাদের বিচার করে। ওহে বিচারক! তাদের সন্তান, তাদের নাতি-নাতনিদের যুগ ছিল ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং তাদের সাথে গতানুগতিক আচরণ বাদ দিতে হবে।

সঞ্চালক : খুব সুন্দর বলেছেন। আপনি একটু আগে বললেন যে, সাউথ আফ্রিকার মুসলিম কমিউনিটি অনেক সমৃদ্ধ, অনেক সুশৃঙ্খল, সচেতন। দয়া করে বলবেন, কি ঠিক কোন কোন দিক থেকে বর্তমান অস্ট্রেলিয়ান মুসলিম কমিউনিটি এবং সাউথ আফ্রিকান মুসলিম কমিউনিটি সমপর্যায়ের কিংবা ব্যতিক্রম?

হোবলস : হুম, আমি বলব। আমি রাজনৈতিক কোন কথা বলব না, একেবারে খাঁটি কথা বলব—হে সাউথ আফ্রিকাবাসী! আপনারা অনেক চমৎকার পরিবেশে আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় অনেক অনেক রহমতি পরিবেশে আছেন। আর যেসব ভাই, যেসব ওলামায়ে কেরাম এরকম সুন্দর পরিবেশ, এত সমৃদ্ধ কমিউনিটি গঠনে কঠোর পরিশ্রম করে গেছেন, করে যাচ্ছেন, তাদের জন্য দু'আ ও কৃতজ্ঞতা।

মাশাআল্লাহ! আপনাদের ওখানে হিফজ থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষার জন্য অনেক মাদরাসা রয়েছে। অনেক আলেম, অনেক দাঈ রয়েছেন। অবশ্যই অস্ট্রেলিয়াতে আমাদের এত সুবিধা নেই। সেখানকার কমিউনিটি সেই তুলনায় অনেক নতুন। সেখানকার অধিকাংশ আলেম পঞ্চাশ বছরের নিচে। আপনাদের এখানে অনেক বয়স্ক আলেম, তাদের সন্তানরা আলেম, তাদের নাতিরা আলেম দেখা যায়। এই জিনিসগুলো আমাদের ওখানে নেই। কিন্তু আমার মনে হয় অস্ট্রেলিয়ায় দ্রুত মুসলিম কমিউনিটি সম্প্রসারিত হচ্ছে। সে তুলনায় সাউথ আফ্রিকায় প্রসারণ কম। এখানে অনেক ছাত্র হিফজ পড়ছে। হিফজ শেষ করে আলেম হচ্ছে। কিন্তু সে আসলে দ্বীনের জন্য তেমন কিছু করছে না। কিন্তু অস্ট্রেলিয়াতে মুসলিমরা জানপ্রাণ দিয়ে কাজ করতে দেখেছি। আলেম হওয়ার পর পর তারা সালাতের ইমামতিতে লেগে যান। দ্বীনের কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করে নেন। আসলে প্রতিটি অঞ্চলেই দ্বীনের কাজে উত্থান পতন আছে।

সঞ্চালক : সম্প্রতি (এপ্রিল ২০১৮) আমরা দেখেছি অস্ট্রেলিয়ার একজন দাঈ মারা যান, আর তার মৃত্যুর খবর খুব ভাইরাল হয়। তার সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন...।

হোবলস : হুম। আপনি খিজির খানজের কথা বলছেন। তিনি আমার খুব ঘনিষ্ঠ, আমাদের নিকটস্থ মসজিদের মুসল্লি ছিলেন। সুবহানাল্লাহ, তিনি আমাদের মতই

স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতেন। তার ব্যবসা ছিল। তার পরিবার ছিল। বয়স হয়েছিল মাত্র ৪১। তার ছোট ভাই আফ্রিকায় এসেছিল পড়াশোনা করতে। শুনেছি হাফেজ হয়েছে। সে নিয়মিত ফজরে মসজিদে আসতেন। জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করতেন। সালাত শেষে মসজিদের এক কোনায় বসে কুরআন হিফজ করতেন। এরপর বাসায় ফিরে যেতেন। সকাল ৯টায় বাচ্চাকে স্কুলে দিয়ে আসতেন। এভাবেই জীবন-যাপন করতে দেখেছি তাকে। বহু বছর ধরেই তাকে আমি চিনি। আমার স্পষ্ট মনে পড়ে—তিনি প্রতিদিন ফজরের পরে এক লাইন করে কুরআন মুখস্থ করতেন। খুব চেষ্টা করতেন মুখস্থ করতে। মুখস্থ হতে চাইত না, কিন্তু তিনি অনবরত চেষ্টা করেই যেতেন। আমার মানে পড়ে, তিনি পুরো এক সপ্তাহ জুড়ে একটি আয়াত মুখস্থ করতে চেষ্টা করতেন, পুরো এক সপ্তাহ! সুবহানাল্লাহ!! ধৈর্য সহকারে তিনি চেষ্টা করেই যেতেন।

তিনি সাউথ আফ্রিকায় চলে গিয়েছিলেন উমরা করার দু'মাস আগে। সেখানে তার ভাই, তার মা'সহ আত্মীয়স্বজন থাকে। দু'মাস পর আমি যখন তাকে মক্কায় দেখলাম, অবাক হয়ে গেলাম। মাশাআল্লাহ! তার চেহারা নূরে জ্বলজ্বল করছিল। দুজনে হাসি বিনিময় করলাম। তিনি জানালেন যে, তিনি সাউথ আফ্রিকায় গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার রক্তশূণ্যতা, ভিটামিনের অভাব বা এই জাতীয় সমস্যা দেখা দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ! আমি তার সাথে দুদিন মক্কায় কাটাই। উমরা করি। পরদিন সকালে আমি সিডনির উদ্দেশ্যে বিমানে উঠি, আর তিনি মদিনার গাড়ি ধরেন। মদিনায় সারা দিন কাটান। যোহরের সালাত আদায় করেন রওজা মুবারকের ইমামের পিছনে। প্রায় দুই ঘন্টা সেখানে যিকির-আযকার করেন। দু'আ-দুরুদ পড়েন। এরপর বাসায় ফিরে বুকে প্রচন্ড ব্যাথা অনুভব করেন। তার পরিবারের লোকজন বুঝতে পারেন নি যে, তার হার্টএ্যাটাক হয়েছে। পরে তারা এম্বুলেন্স ডাকেন এবং মাগরিবের আজানের সময় তার মৃত্যু হয়। সুবহানাল্লাহ! কি সুন্দর মৃত্যু! এরপর তার জানাজা হয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা চত্বরেই। সুবহানাল্লাহ! তিনি কত ভাগ্যবান। জান্নাতুল বাকিতে তার দাফন হয়। আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম—একমাত্র ইসলামেই মানুষের মৃত্যু নিয়েও ঈর্ষা করা হয়। আল্লাহ যদি কাউকে উত্তম মৃত্যু দেন, তখন আমরা তার হিংসা করি।

এখানে আমাদের চিন্তার একটু ত্রুটি আছে। আমরা মনে করি ভাইটি ভাগ্যবান। ভাইটির কত সুন্দর মৃত্যু হল! কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কাউকে কোনো কিছু এমনি এমনি দিয়ে দেন না। এর পেছনে তার চেষ্টা থাকতে হয়। ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। আমি বিশ্বাস করি, এই ভাইটি আল্লাহ তায়ালার কাছে এরকম মৃত্যুই কামনা করেছেন (তার আমল দিয়ে, চেষ্টা দিয়ে)।

২. একুশ শতকের ইয়াতিম

বিসমিল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ। ওয়াসসালাতু ওয়াসলামু আলা রাসুলিল্লাহ।

সমস্ত প্রসংশা আল্লাহর জন্য, যিনি এ বিশাল সাত আসমান ও জমিনের মালিক, রাজাধিরাজ, সর্বশক্তিমান। দুরুদ ও সালাম মানবতার নবি, রহমতের নবি ও শেষনবি মুহাম্মাদ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর।

এমন কোন স্থানে আমি যায়নি যেখানে দেখিনি কিছু বাবা কিংবা মা কিংবা উভয়ে এসে আমাকে উদ্বেগের সাথে অনুরোধ করেননি—'প্লিজ ব্রাদার! আপনি আমাদের সন্তানদের বুঝান। পিতা-মাতার অধিকার নিয়ে আলোচনা করুন। ওদেরকে নাসিহা দিন।'

এরকম অসংখ্যবার মুখোমুখি হয়েছে। দেখেছি চোখেমুখে হতাশা নিয়ে বাবা-মা বিলাপ করছেন, তাদের যুবক সন্তানরা কথা শুনছে না, তরুণ ছেলে-মেয়েরা গোল্লায় চলে যাচ্ছে, বেপরোয়া হয়ে উঠছে।

হ্যাঁ, আমি এখন আপনাদের সেই সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলব। আপনাদের অভিযোগের ঠিক বিপরীত দিক থেকে কথা বলব। এটা ঠিক, তরুণ-যুবকরা অনেক অবাধ্য হয়ে উঠছে। তাদের মধ্যে অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছে, কিন্তু আমি মনে করি তার চেয়ে বড় সমস্যা সন্তানদের বাবা-মায়েরা। আমি মনে করি একজন তরুণ আসলে একটি পরিবারের ভেতরের পরিবেশরই প্রতিচ্ছবি। বাবা মায়ের চরিত্রের প্রভাব সন্তানের ওপর ব্যাপকভাবে পড়ে।

একজন তরুণ বা যুবকের দিকে আঙুল তোলা খুবই সহজ...। ছেলেটা কীসব করছে...! ছেলেটো কথা শুনছে না...! ছেলেটা শেষ হয়ে গেল!

এর মূল কারণ আপনি আর আমি। কারণ আমি-আপনি অসচেতন...। আমি-আপনি জানি না—তাদের সাথে কী ধরণের কথা বলতে, তাদের সাথে কী আচরণ করতে হবে। বাবা জানে না তার দায়িত্ব কী। মা জানে না তার করণীয় কী।

আপনারা আগ থেকে জেনে এসেছেন, আমরা সাধারণত ইয়াতিম বলি এমন শিশুকে, যার বাবা অথবা মায়ের যে কোন একজন নেই। মা অথবা বাবার আদর থেকে তারা বঞ্চিত। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে এসে আমরা দেখছি, ছেলে-মেয়েদের মাও আছে বাবাও আছে, তথাপি সে বাবা কিংবা মায়ের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা নেই। তারা একুশ শতকের ইয়াতিম। আমি নিজে বিভিন্নজনের বাসায় গিয়ে এসব নিজ চোখে

দেখেছি। সেই মা-বাবা আবার আমার কাছে এসে বলছেন—ভাই! আমার সন্তানদের একটু পিতামাতার অধিকার সম্পর্কে শিক্ষা দিন, নসিহত করুন। যাতে আমাদের সাথে সুন্দর আচরণ করে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, যখন আপনি-আমি বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, যখন সন্তান নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম সেটা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। সেটা এক দীর্ঘ জার্নি (সেই সময়ে আমাদের জেনে নেওয়া উচিত ছিল, সন্তানের অধিকার কী, বাবা-মায়ের অধিকার কী)। আমাদেরকে সন্তানদের সাথে আরো বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়া দরকার, কেননা তারাই আমাদের কাঁচামাল। তারাই আমাদের মূল সম্পদ। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমি যেখানেই বাবা-মায়ের সাথে কথা বলেছি, দেখেছি—ওয়াল্লাহি! তারা এ ব্যাপারে খুবই অনাগ্রহী।

আবার যখন ছেলেমেয়েদের সাথে কথা বলেছি—তারা বলেছে, তারা তাদের বাবা-মা'কে ঘৃণা করে। আমি বললাম, কেন? ছেলেটি বলল, আমার বাবা-মার সাথে আমার আসলে তেমন খোঁজ-খবর নাই। আমি স্কুল থেকে এসে যখন তাদের সাথে কথা বলতে চাই, কিন্তু পাই না। তারা তাদের কাজে ব্যস্ত থাকে।

আরেকবার এক ছেলের সাথে তার বাবার সম্পর্ক খারাপ জেনে জিজ্ঞেস করলাম, কেন? তোমার বাবার সাথে তোমার সম্পর্ক খারাপ কেন? কী হয়েছে, আমাকে বল। সে বলল—"সত্যি বলতে আমি আমার বাবাকে অন্তর থেকে ঘৃণা করি। কারণ, সে আমার খোঁজ-খবর নেয় না। আমার সাথে কখনো কোনো কথা বলে না। এমনকি আমি যখন বাবার সাথে কোনো কথা বলি, সে তখন সঠিকভাবে মনযোগ দেয় না। অবহেলা করে। মন্দ কথা বলে। বলে—'তুমি একটা হতচ্ছাড়া, তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না!' আমি গেলাম বাবার পক্ষে কথা বলতে, উল্টো বাবার বিরুদ্ধেই অভিযোগ শুনতে হল। সে ছেলে আরো বলল—'আমি যা কিছুই করি না কেন তিনি রেগে যান, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন।' তো ভাই এবং বোনেরা, এই হল সন্তানদের সাথে আমাদের অবস্থা।

প্রিয় ভাই-বোনেরা, শিশুদের দিকে আঙুল তোলা যায়, অনেক ভুল ধরা যায়। ১ ২ ৩ ৪ বলে বলে ভুলের বিশাল তালিকা করা যায়। কিন্তু তাতে কোনো লাভ নেই। আঙুলটা নিজের দিকে তুলুন। নিজের ভুলগুলো ধরতে শিখুন। একজন বাবা হিসেবে, একজন মা হিসেবে নিজের ভুলগুলো দেখুন। আপনি কী নিয়ে এত ব্যস্ত? কোন দিকে আপনি এত মনযোগ দিচ্ছেন? ভাবুন।

সাউথ আফ্রিকার একজন শাইখের কাছ থেকে একটি গল্প শুনেছিলাম। সত্যি ঘটনা। একজন বাবা খুবই ব্যস্ত। একদিন তিনি বাসায় ফিরলেন। ব্যবসার ব্যস্ততা, ফোন কল,

অনলাইন চ্যাটিংয়ে তিনি তখনও ব্যস্ত। বাসায় তার ছোট সন্তান সারাদিন তার অপেক্ষায় থাকার পর তার সামনে আসে। তবুও তার ব্যস্ততা কমে না। সন্তান এসে কথা বলতে চায়। তার স্কুলে আজ কী হয়েছে, তার দিনকাল কেমন যাচ্ছে ইত্যাদি নিয়ে আলাপ করতে চায়। কিন্তু বাবা ক্ষিপ্ত হয়ে বলে—'দেখছনা, আমি এখন ব্যস্ত আছি! দেখছ না আমার অনেক কাজ! তুমি তোমার রুমে যাও। তোমাকে যে আইপ্যাড কিনে দিয়েছি তাতে গেম খেল।' ছেলেটি চলে যায়। মনে কষ্ট নিয়ে সে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর ছেলেটি তার বাবার কাছে এসে কিছু টাকা চায়। বাবাও বেশি কিছু জিজ্ঞেস না করে টাকা দিয়ে দেয়। ছেলেটি তার রুমে চলে যায়। কিছু সময় পর বাবা শান্ত হন। মা তার কাজ শেষ করেন। বেশকিছুক্ষণ পর সন্তান কাছে আসছে না দেখে ছেলের রুমে যান। দেখেন, ছেলে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। মাথার কাছে গিয়ে মুখ তুলে দেখেন, ছেলে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে। বাবা তখন বুঝতে পারেন এবং দুঃখ প্রকাশ করেন। ছেলেটি তখন তার বালিশ উঁচিয়ে দেখায় বালিশের নিচে কিছু টাকা জমানো। সে তার বাবাকে তখন বলে—'বাবা আমাকে বলো, এক ঘন্টায় তোমার ইনকাম কত টাকা? বলো, এক ঘন্টায় তোমার কত টাকা ইনকাম? আমি এই টাকাগুলো জমিয়েছি, কারণ আমি তোমার এক ঘন্টা সময় কিনতে চাই। এক ঘন্টা সময় তুমি আমার সাথে থাকবে, আর এ সময় কোনো ফোন কল, কোন চ্যাটিং, কোন ব্যস্ততা থাকবে না তোমার। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি এই টাকা জমিয়ে রাখছি তোমার সাথে এক ঘন্টা সময় কাটাবো বলে।'

সম্মানিত ভাইবোনেরা, আমি আপনাদেরকে সিরিয়াসলি জিজ্ঞেস করছি, বলুনতো শেষ কবে আপনার সন্তানের সাথে আপনি মন খুলে কথা বলেছেন? কবে জিজ্ঞেস করেছেন, কোন কোন বিষয়ে তারা আগ্রহী? কবে জানতে চেয়েছেন, তারা কী পছন্দ করে, কী পছন্দ করে না?

আমি একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি শেষ কবে তার সন্তানের সাথে খেলা করেছে, তিনি বলতে পারেনি। তাদের সাথে বসুন। খেলাধুলা করুন। অন্তরঙ্গ হোন। সত্য হল এটাই যে, অধিকাংশই এসব করেন না। আমরা এই কাজ সেই কাজ নানান কাজে ব্যস্ত, ব্যস্ত, ব্যস্ত...। এমনকি আমি নিজেও পারি না। আমার স্ত্রী বলে, তোমার ছেলে মুহাম্মাদ তোমার সাথে কথা বলতে চায়। তার সাথে কথা বলো। ফোন রাখো। ফোন রাখো। তাকে সময় দাও। কিন্তু আমি ব্যস্ত। এভাবেই আমরা যখন ঘরে থাকি তখনো আমরা আসলে ঘরে থাকি না, থাকি ফোনে। থাকি অন্য কোনো জায়গায়।

প্যারেন্টিং বা সন্তান লালন-পালন হচ্ছে আপনার করা কাজের মধ্যে সবচে' উত্তম কাজ। অথচ আমরা অনেকেই এক ছাদের নিচে বসবাস করেও অনেক দূরে থাকি। স্বামী এক জগতে, স্ত্রী এক জগতে, সন্তান আরেক জগতে। যার যার জগতে সে সে

ব্যস্ত। এ কারণেই সন্তানরা অবাধ্য হচ্ছে। সংসারে কোনো একতা নেই। পরিবারে শান্তি নেই।

পরিবারে শান্তি পেতে চাইলে সেজন্য কাজ করতে হবে। মনযোগী হতে হবে। চেষ্টা করে যেতে হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

'উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। তিনি তার পরিবারের কাছে উত্তম ছিলেন।'[১] সত্যিকার অর্থে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন পৃথিবীর একজন ব্যস্ততম মানুষ। কিন্তু তারপরও তিনি তার পরিবারকে সময় দিয়ে গেছেন। আপনি যদি আপনার ব্যবসা বা কাজে ১০ ঘন্টার মত সময় দেন, তো সেটা ঠিক আছে। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় দিলে এই ছোট্ট ব্যবসার কারণে ইবাদতের সাথে, কুরআনের সাথে, পরিবারের সাথে, স্ত্রীর সাথে, সন্তানদের সাথে, প্রতিবেশির সাথে আপনার সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে। আপনি আমাদের রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা কল্পনা করুন। কল্পনা করুন পৃথিবীর একজন ব্যস্ততম মানুষের জীবন। তিনি ছিলেন এমন একজন, যার দিকে তাকিয়ে থাকতো পুরো উম্মাহ। যার ওপর নাজিল হতো কুরআন। মানুষের বিভিন্ন বিপদ-আপদে পরামর্শ দিতে হতো। দাওয়াহর কাজ করতে হতো। সমাজের একেক জনের একেক সমস্যা নিয়ে আসত, আর তাকে সে সবের সমাধান দিতে হতো। কারো বিয়ের সমস্যা, কারো আর্থিক সমস্যা, এদিকে সমস্যা, ওদিকে সমস্যা। চব্বিশ ঘন্টা তাকে মানুষের এসব সমস্যার সমাধান করতে হতো। এতকিছুর পরও তিনি তাঁর পরিবারের জন্য সময় রাখতেন। সন্তানদের জন্য সময় রাখতেন। গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি খাতের জন্য সময় বরাদ্ধ রাখতেন।

[১] সুনানে তিরমিযী : ১১৬২।

৩. আপনি কি সত্যিই আহলে বাইতকে ভালবাসেন?

কয়েক বছর আগে আমি দুজন যুবককে তর্ক করতে দেখলাম। একজন শিয়া যুবক, আরকজন সুন্নি। শিয়া যুবকটি দুজন মহান সাহাবায়ে কেরাম আবু বকর আস সিদ্দিক এবং উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুমকে অভিশাপ দিচ্ছে। আর তার বন্ধু সুন্নি যুবকটি প্রতিউত্তরে আরেকজন মহান সাহাবি আলি ইবনু আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে অভিশাপ দিচ্ছে। আমি সুন্নি যুবকটিকে জিজ্ঞেস করলাম—কেন তুমি আলি ইবনে আবি তালিবকে অভিসম্পাত করছ? সে বলল, আবু বকর ও উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুম আমাদের পক্ষের, আর আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের পক্ষের, তাই নয় কি?

কথা শুনে আমি কিছুক্ষণ বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। কষ্টে মুখটা আমার কালো হয়ে গিয়েছিল । তাকে বললাম—'ভাই! তুমি কি সত্যিই জানো, আলি ইবনু আবি তালিব কে?' সে ভেবাচেকা খেয়ে বলল—'না, তেমন একটা জানি না। কে তিনি?'

ওয়াল্লাহি! আমি তখন বুঝতে পারলাম, উম্মাহ কতটা অজ্ঞতার মাঝে আছে! আচ্ছা একজন মুসলিম কেন জানবে না যে, আলি ইবনু আবি তালিব কে? কী করে সে না জেনে থাকতে পারে আহলুল বাইত কে বা কারা?

আহলুল বাইতের পরিচয় দিতে গিয়ে আমাদের মা, রইসুস সাহাবা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কণ্যা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন—একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাঁটছিলেন। তার গায়ে একটি কালো চাদর জড়ানো ছিল। নাতি হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিছু দৌড় দিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে কালো চাদরে জড়িয়ে নিলেন। এরপর হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু দৌড়ে আসলে তাকেও তিনি চাদরে জড়িয়ে নেন। এরপর ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা সেখানে আসলে তাকেও জড়িয়ে নেন। এরপর আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু সেখানে আসলে তাকেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাকিদের সাথে জড়িয়ে নেন। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—"হে আহলুল বাইত! আল্লাহ তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করতে চান।" আরেক বর্ণনায় এসেছে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—"হে আল্লাহ! এই আমার পরিবার। আপনি তাদের পরিশুদ্ধ করুন।"[২]

[২] লেখক সহিহ মুসলিমের নিম্নোক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন,

সহিহ মুসলিমের আরেক হাদিসে এসেছে—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি তোমাদের মাঝে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতদিন পর্যন্ত তোমরা সে জিনিস দুটি আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা বিভ্রান্ত হবে না। সেই জিনিস দুটোর একটি কুরআন, আরেকটি আমার পরিবার বা আহলুল বাইত।[৩]

দ্বিতীয় খলিফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ قَالَ

আবু বাকর ইবনু আবু শাইবাহ ও মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু নুমায়র রহিমাহুল্লাহ... আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে বের হলেন। তার পরনে ছিল কালো নকশী দ্বারা আবৃত একটি পশমী চাদর। হাসান ইবনু আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এলেন, তিনি তাকে চাদরের ভেতর প্রবেশ করিয়ে নিলেন। হুসাইন ইবনু আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এলেন, তিনিও চাদরের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লেন। ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা এলেন, তাকেও ভেতরে ঢুকিয়ে ফেললেন। তারপর আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু এলেন তাকেও ভেতরে ঢুকিয়ে নিলেন। তারপরে বললেন,

إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا

'হে নবির পরিবার! আল্লাহ শুধু চান তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র করতে।' (সুরা আহযাব-৩৩) সহিহ মুসলিম : ২৪২৪। – সম্পাদক

[৩] সহিহ মুসলিমে একটি দীর্ঘ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে হাদিসটির আংশিক অংশের অনুবাদ দেয়া হল।

...যায়দ ইবনু আরকাম রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মক্কা ও মদীনার মাঝামাঝি খুম্ম' নামক স্থানে দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে বক্তৃতা দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও সানা বর্ণনা শেষে ওয়ায-নসীহত করলেন। অতঃপর বললেন, হুঁশিয়ার, হে লোকসকল! আমি একজন মানুষ, অতি সত্বরই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ফেরেশতা আসবে, আর আমিও তার আহানে সাড়া দিব। আমি তোমাদের নিকট ভারী দুটা জিনিস রেখে যাচ্ছি। এর প্রথমটি হলো আল্লাহর কিতাব। এতে হিদায়াত এবং আলোকবর্তিকা আছে। অতএব তোমরা আল্লাহর কিতাবকে অনুসরণ করো, একে শক্ত করে আঁকড়ে রাখো। তারপর তিনি কুরআনের প্রতি উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিলেন।

এরপর বলেন, আর দ্বিতীয়টি হলো আমার আহলে বায়ত। আর আমি আহলে বায়তের বিষয়ে তোমাদের আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি। আহলে বায়তের ব্যাপারে তোমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আহলে বায়তের বিষয়ে তোমাদের আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি।.....। সহিহ মুসলিম : ২৪০৮। - সম্পাদক।

বলেন, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রায়ই বলতেন—"রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান করো তার পরিবারকে সম্মান করার মাধ্যমে।"[৪]

আলি ইবনু আবি তালিব কে ছিলেন?

তিনি ছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারেই বড় হয়েছেন। প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী যুবক হলেন আলি ইবনু আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছোট মেয়ে ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহার স্বামী হলেন আলি ইবনু আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আলি ইবনু আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, যে বর্ণনাটি বুখারি ও মুসলিমে এসেছে—"হে আলি! তুমি কি এ খবর শুনে সন্তুষ্ট হবে না যে, তুমি আমার জন্য তেমন, মুসার জন্য হারুন যেমন? পার্থক্য হলো আমার পরে কোন নবি আসবে না (কিন্তু হারুন আ. নবি ছিলেন)।[৫] আরেকটি সহিহ হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঈমানদার ব্যক্তিরাই আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ভালবাসবে আর মুনাফিকরাই তাকে ঘৃণা করবে।[৬]

ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা কে ছিলেন?

ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা হলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা। তিনি হলেন সৃষ্টিকূলের শ্রেষ্ঠ নারী হযরত খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাযিয়াল্লাহু

---

[৪] সহিহ বুখারি।

[৫] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"তুমি কি এ কথায় সন্তুষ্ট নও যে, তুমি আমার কাছে সে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হারুন যে মর্যাদায় মুসার কাছে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে [হারুন আলাইহিস সালাম নবি ছিলেন আর] আমার পরে কোন নবি নেই।" (সহিহ বুখারি : ৪৪১৬)।– সম্পাদক।

[৬] সুনানে ইবনে মাজাহসহ অন্যান্য হাদিসে এসেছে,

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ عَهِدَ إِلَىَّ النَّبِيُّ الأُمِّيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنَّهُ لاَ يُحِبُّنِي إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ يُبْغِضُنِي إِلاَّ مُنَافِقٌ .

আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন উম্মী নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে অবগত করলেন যে, মুমিন ব্যক্তিরাই আমাকে ভালবাসবে এবং মুনাফিকরাই আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে। [সুনানে ইবনে মাজাহ : ১১৪; সহিহ মুসলিম : ৭৮; সুনানে আত তিরমিযী : ৩৭৩; সুনানে আন নাসায়ী : ৫০১৮, ৫০২২; মুসনাদে আহমাদ : ৬৪৩, ৭৩৩, ১০৬৫। শাইখ আলবানি সহিহ বলেছেন, (সহীহাহ : ১৮২০)।] - সম্পাদক।

আনহার মেয়ে। এতটুকু কি যথেষ্ঠ নয়? খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা হলেন প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী নারী। এমন নারী, যিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানসিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। শারীরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা সেই খাদিজার কন্যা। সহিহ হাদিসে এসেছে—ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা হলেন সেই নারী, যার সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"হে ফাতিমা! তুমি কি এ খবর শুনে খুশি হবে না যে, তুমি হবে এই উম্মাহর নারীদের নেত্রী।[৭]

হাসান ও হুসাইন কারা?

হাসান ও হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুম হলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাতি। আলি ও ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহুমের পুত্রদ্বয়। বলা হয়ে থাকে—হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু দেখতে অবিকল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত ছিলেন। হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হাসান ও হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুম জান্নাতে যুবকদের নেতা হবেন। সহিহ মুসলিমে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নির্দেশ করে দু'আ করে বলেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ وَأَحْبِبْ مَنْ يُحِبُّهُ.

"হে আল্লাহ! আমি একে ভালবাসি! তুমিও তাকে ভালবাসো, আর যে তাকে ভালবাসে, তাকেও ভালবাসুন।"[৮]

শেষ, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, আমরা আহলে বাইতকে ভালবাসি, কারণ আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণকে সম্মান করি। এবং তার সাহাবাগণকে সম্মান করি। আর তার ঈমানদারদের মা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণও আহলুল বাইত। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা সুরাতুল আহযাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের ব্যাপারে বলেন,

---

[৭] হাদিসটি সহিহ বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তিম মুহূর্তে ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বলেন,

يَا فَاطِمَةُ أَلاَ تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ـ أَوْ ـ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الأُمَّةِ.

"হে ফাতেমা! তুমি এ উম্মাতের নারীদের নেত্রী হওয়াতে সন্তুষ্ট হবে না?" সহিহ বুখারি : ৬২৮৫।

[৮] সহিহ মুসলিম : ২৪২১।

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

"এবং তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে; প্রাচীন জাহেলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবেনা। তোমরা সালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অনুগত থাকবে; হে নবির পরিবার! আল্লাহ শুধু চান তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।"[৯]

তাহলে কিভাবে একজন মুসলিম উম্মুল মুমিনীনগণের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করতে পারে? কিভাবে তাদেরকে অভিষম্পাত করতে পারে? বিশেষ করে কিভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে প্রিয় সহধর্মীনী আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে অভিসম্পাত করতে পারে? যিনি তার সবচেয়ে প্রিয় সঙ্গী হযরত আবু বকর আস সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন,

"আমার সাহাবাদের সমালোচনা করার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর।"[১০]

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, যে কেউ আমার পরিবারকে ভালবাসে, সে যেন আমাকেই ভালবাসে। আর যে আমার পরিবারকে ঘৃণা করে, সে জেন আমাকেই ঘৃণা করে। যে আমার পরিবারের কাউকে কষ্ট দেয়, সে যেন আমাকেই কষ্ট দেয়। আর যে আমাকে কষ্ট দেয়, সে যেন আল্লাহকে কষ্ট দেয়। আর যে আল্লাহকে কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করবেনই।

আল্লাহর কসম! আমার ভাই ও বোনেরা আমাকে তাজ্জব বানিয়ে দেয়, কিভাবে একজন মানুষ আহলে বাইতকে ঘৃণা করে। কিভাবে একজন মুসলিম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার ও তার সাহাবাগণকে ঘৃণা করতে পারে, অভিসম্পাত করতে পারে?

তাদেরকে ভালবাসলে তো আল্লাহর রাসুলকেই ভালবাসা হয়। কিভাবে একজন মুসলিম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ঘৃণা করে? কিভাবে হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ঘৃণা করে? কিভাবে হাসান ও হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুমকে ঘৃণা করে?

[৯] সুরা আহযাব : ৩৩।
[১০] সুনানে তিরমীযি : ৩৮০১।

কিভাবে উম্মুল মুমিনীনগণকে ঘৃণা করে? যদি আপনি আহলে বাইতকে ভালবাসতে না পারেন আপনার ঈমান দুর্বল। দ্বীনের প্রতি সত্যিকারের ভালবাসা পোষনকারী, আল্লাহর রাসুলের সত্যিকারের আশেক সে ব্যক্তি তিনি, যিনি আহলে বাইতের প্রতি, তার সাহাবাগণের প্রতি ভালবাসা পোষণ করেন। আমি বলতে চাচ্ছি, তাদেরকে আমাদের ভালবাসতেই হবে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু পর্যন্ত যাদের ভালবেসেছেন, যাদের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ স্বয়ং তাদের ওপর সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন যে—'তারা আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট, আল্লাহও তাদের ওপর সন্তুষ্ট।'

আল্লাহর কাছে দোয়া করছি, তিনি যেন আমাদের অন্তরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের প্রতি, তার সাহাবাগণের প্রতি সত্যিকারের ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন।

৪. হতাশা এবং সোশ্যাল মিডিয়া

আল্লাহ চাহে তো আমি এখন মানুষের হতাশা এবং আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলব। বিষয়গুলো প্রতিটি মানুষের জন্যই জানা প্রয়োজন, চাই সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম। আমি আপনাদের যেটা বলব সেটা হলো—আপনারা প্রত্যেকেই নিজের জীবন নিজে যাপন করুন। অন্যের জীবন যাপন করতে যাবেন না। অন্যের জীবন যাপন করা বন্ধ করুন। এটা আসলেই একটা গুরুতর সমস্যা। আমাদের অনেকেই হতাশা ও কষ্টে ভুগি। কারণ, আমরা যে জীবন যাপন করতে চাই সেটা আমাদের না। আমরা দেয়ালের ওপর মাথা উঁচিয়ে অন্য বাড়ির খবর জানার চেষ্টা করি। দেখি, ওপারে কী হচ্ছে, দেখে দেখে অনেক সময় নষ্ট করি। আমি আপনাদের এসব কাজের প্রশংসা করছি না। আদর্শিক নীতিবাক্যও বলছি না। আমি শুধু ব্যাপারগুলো আপনাদের নজরে আনতে চাই।

যেমন ফেসবুক। ফেসবুক হালাল নাকি হারাম আমি সেটা বলছি না। আমি ফেসবুকে খুব একটা থাকি না। আমি এ ব্যাপারে খুব এক্সপার্টও না। তবে প্রাথমিক বিষয়গুলো জানা আছে। তাতে বুঝেছি, সেটা আমাদের জীবনে অপ্রয়োজনীয় দুঃখবোধ, কষ্ট সৃষ্টি করে। কেন আপনি অন্যের জীবন-যাপন নিয়ে চিন্তা করবেন, যেখানে আপনি আপনার নিজের জীবন নিয়ে ভাবার সময় পান না!

আমি খুবই অবাক হয়ে যাই, যখন দেখি পুরো পৃথিবী আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। আর আমি কী করি? কী খাই? কী আছে? এসব অন্যকে দেখানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে

পড়ি। বন্ধু, তুমি এসব তুচ্ছ ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে কী পেয়েছো? আমি বুঝি না মানুষ এসব করে কী আনন্দ পায়! আসলে মানুষ এক কৃত্তিম জীবন বেছে নিয়েছে। এমনকি অনেক দ্বীনি ভাইও এরকম করে। ঠিক এভাবে কিচচ... করে সেলফি তোলে! (হাতে মোবাইল নিয়ে বিশেষ ভঙ্গিতে সেলফি তোলার অভিনয় করে দেখান, বক্তা ব্রাদার হোবলস, দর্শক হেসে উঠে)। আমার কাছে খুব অবাক লাগে, মানুষ ভোর সকালে ঘুম থেকে উঠেই কিভাবে ফেসবুকে ছবি আপলোড করার জন্য পাগল হয়ে যেতে পারে? আরে ভাই, তখন তো আপনার চোখের ময়লাগুলোও থেকে যেতে পারে চোখের কোনায়! ছবি বাছাই করা হয় আবার গ্যালারি থেকে। কোন ছবিটা বেশি সুন্দর, অসংখ্য ছবি থেকে তা ঠিক করা হয়। বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে সেজন্য ছবি তোলা হয়। ফেসবুকে এভাবে আমরা নিজেদের জীবন অন্যের সামনে তুলে ধরি। অন্যের জন্য জীবন সাজাই। অন্যের জীবন যাপন করি।

আমরা নিজেদের বিভিন্ন উপলক্ষের ছবি তুলে ধরি। ছুটির দিনের ছবি, বিশেষ দিনের ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপলোড দেই। ভাই আমাদের প্রত্যেকেরই আলাদা জীবন রয়েছে। আপনি যদি ব্যক্তিগত জীবনে অনেক সুখীও হন, সেসব সবার সামনে প্রকাশ করা উচিত নয়। কারণ, কেউ সেসব দেখে আপনাকে ঘৃণা করা শুরু করবে। কেউ আপনার যা আছে তা পেতে লোভাতুর হয়ে পড়বে। কেউ ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়বে। কেউ আপনাকে প্রতিদ্বন্দী ভাবতে শুরু করবে। আর এসব করে থাকে বেশিরভাগ বিবাহিত মানুষেরা। কেনো তারা এসব করে? তারা এসব এজন্য করে— কারণ, তারা নিজেদের জীবন যাপন করে না। নিজের জন্য নয় তারা অন্যের জন্য বাঁচে।

আল্লাহ যদি আপনাকে সপ্তাহে ৫০০ ডলার খরচ করার সামর্থ্য দেন, তো সেটাতেই সন্তুষ্ট থাকুন। সপ্তাহে ৩০০০ ডলার ইনকাম করা লোককে দেখে আফসোস করার কিছু নেই। আল্লাহ আপনাকে সেরকম সামর্থ্য দেননি ভাই! তাই, ওয়াল্লাহি! ভাই আফসোস করার কিছু নেই। আল্লাহ চান যে, তিনি আপনাকে যা দেননি তা নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন না করেন। এটা করলেই আপনার জীবন কঠিন হয়ে যাবে।

ভাই, আপনি সারাদিন বাইরে বাইরে থাকেন। এদিক সেদিক হাঁটাহাঁটি করেন। রাস্তাঘাটে রঙ্গের দুনিয়া দেখেন। মেয়েদের সাথে কথা বলেন, ঠেলাঠেলি করেন। তারপর বলেন, ভাই আমার স্ত্রী আমার কাছে ভাল লাগে না। আমার বউয়ের ব্যাপারে বিতৃষ্ণা এসে গেছে। হ্যাঁ, আপনার বউ-বিতৃষ্ণা আসবেই। কারণ আপনার যা দেখার কথা, তা দেখেন ১০% আর যা দেখার কথা না, তা দেখেন ৯০%। রাস্তাঘাটে অন্যলোকের বউ দেখে বেড়ান। আল্লাহ যা আপনাকে দিয়েছে তার দিকে চোখ ফিরিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার সময় পর্যন্ত পান না। আপনি এমন জিনিষ দেখেন, যা আপনার নয়। আপনি এমন জীবন দেখেন, যা আপনার নয়। আপনি এমন জীবন

যাপনের আশা করেন, যা আপনার নয়। ওয়াল্লাহি! এমন জীবন যাপন করুন যেটা আপনার জন্য মানানসই।

আমি জানি না কে কিভাবে দেখছেন। তবে আমি এগুলো আমার দেখা অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কাটিয়ে দিচ্ছে। তারা কি ক্লান্ত হয় না? আপনার জীবনে কি সত্যিই কিছু করার নেই? মানুষ এখন অনেক বেশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমমুখি। কে কিভাবে নিবে জানি না। তবে আমি সত্যটা বলেই যাব! আমি কারো পরোয়া করব না। কে আমার কথার প্রতিবাদ করলো, কে আমার কথার সাথে একমত হলো, আমি সত্যিই পরোয়া করব না।

মেয়েরা অনেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আসক্ত। তারা ফেইসবুকে ছবি আপলোড করেই কেমন হলো জানতে চায়। তাদেরকে বলবো—বোন! আপনাকে অমুক-তমুক বানাননি, আল্লাহ বানিয়েছেন। ফেসবুকে অমুক-তমুকের মন্তব্য আপনার প্রয়োজন নেই। আপনি যেমন হলে সুন্দর হবেন আল্লাহ সেভাবেই আপনাকে বানিয়েছেন। অন্যের কাছে কোনোভাবে আপনি সুন্দর লাগবেন না। যারা আপনাকে পছন্দ করে না, তারা জাহান্নামে যাক! আল্লাহ তায়ালা আপনাকে যেভাবে চেয়েছেন বানাতে, আপনাকে বানিয়েছেন।

আল্লাহ চেয়েছেন আপনাকে খাটো বানাতে, তাই আপনি খাটো হয়েছেন। আবার আল্লাহ যাকে চেয়েছেন লম্বা বানিয়েছেন। আল্লাহ যার সাথে চেয়েছেন আপনার বিয়ে হয়ে গেছে। আপনার বৈধ জীবনসঙ্গী করে দিয়েছেন। এছাড়া অন্যদিকে আপনার ভাল লাগা কাজ করে কেন? আল্লাহ আপনার জন্য যা ভাল মনে করেছেন তাই করেছেন। এর মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। সত্যিই ভাইয়েরা আমার! আল্লাহ আমাদের যা দিয়েছেন তাই যথেষ্ট। তাই আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করুন। তাঁর প্রতি সু-ধারণা করুন। জীবনটাকে বদলে ফেলুন। এসব সোশ্যাল মিডিয়ার উপর নিজেকে নির্ভর করবেন না।